শ্রীগনেশ কে ?

শ্রীগনেশ কে বা তিনি কার অবতার ছিলেন?

“গণেশ্চ স্বয়ং কৃষ্ণকলোদ্ভব”

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ গনেশ অবতার হলেন❓

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, গোলকের অধীশ্বর কৃষ্ণের মনোহররূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পার্বতী অনুরূপ একটি পুত্রকামনা করেন।তাই পার্বতী শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ করেন তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মাতা পার্বতীকে তার ইচ্ছাপূরণের বর দেন।

শিবপুরান মতে□মাতা পার্বতী দেহে হলুদ মাখার পর সেই হলুদ পার্বতী দেহের উপরিভাগ থেকে বের করে এক স্থানে রাখেন এবং সেই সমস্ত হলুদ দিয়ে একটি ছোট্ট শিশু রূপী পুতুল তৈরি করেন এবং পালঙ্কে সেই পুতুলকে রেখে তিনিও পাশে শয়ন করে মনে মনে পুত্র কামনা করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং পরে মাতা পার্বতীর নিদ্রা ভাঙ্গার পর তিনি দেখেন যে তার নির্মিত পুতুলে শ্রীকৃষ্ণের বর প্রভাবে প্রান সঞ্চারের ফলে (শ্রীকৃষ্ণ শিশুর বেশে পালঙ্কে আবির্ভূত হন) □- পালঙ্কে ‘শতচন্দ্রসমপ্রভম্’ এক শিশুকে শয্যায় দেখতে পেয়ে আনন্দিত হন - এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর প্রভাবে

ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতারের মাধ্যমে মাতা পার্বতীর সন্তান গণেশ রূপে আবির্ভূত হন।।

এরপর দেবতা ও ঋষিগণ কুমারকে দেখতে শিবের ভবনে আসেন এবং আশির্বাদ করেন। তাদের মধ্যে- লক্ষীদেবী আশীবাদ করেন-
"তব এই পুত্র কৃষ্ণ তুল্য হবে-,ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ পুত্র হবে "
পার্বতী মিষ্টিবচনে নিজের পুত্র গণেশকে বর দেন যে, তার এই পুত্র শিবের মত যোগী হবেন।

অন্যান্য দেবতাদের মত আসেন শনি দেবও । শনি নিজের কুদৃষ্টির কথা পার্বতীকে জানান। পার্বতী তবু তাঁকে পীড়াপীড়ি করলে তিনি কুমারকে দেখতে সম্মত হন। কিন্তু শনি সভয়ে বাঁ-চোখের কোণ দিয়ে কুমারকে দৃষ্টি প্রদান করার পর- পরবর্তীতে ভগবান শিবের সঙ্গে যুদ্ধে গণেশের মস্তক ছিন্ন হয়ে গোলোকে কৃষ্ণের দেহে গিয়ে মেশে। পার্বতী শোকে কাতর হয়ে পড়েন। তখন বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণ করে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে এসে উত্তরদিকে মাথা করে শুয়ে থাকা এক হাতিকে দেখেন। তার মস্তক ছিন্ন করলে হস্তিনী ও তার শাবকেরা কাঁদতে কাঁদতে বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন।তখন বিষ্ণু ঐ মুণ্ডটি থেকে দুটি মুণ্ড তৈরি করে একটি হাতির স্কন্ধে ও অপরটি গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করে উভয়কেই জীবিত করেন।

শিবের এবং সমস্ত দেবতা এবং ভগবান বিষ্ণুর অনুগ্রহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশবতার গণেশ সকল দেবতার অগ্রে পূজিত হবার অধিকার প্রাপ্ত হন। পার্বতী ও শিবের বরে গণেশ গণাধিপতি, বিঘ্নেশ্বর ও সর্বসিদ্ধিদাতা হন।

কেন গার্হস্থ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগন গনেশ পুজা করে❓

উত্তর--গার্হস্থ্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগন শ্রীগনেশের পূজার মধ্য দিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরেই পুজা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চান।কারন তাঁরা জানেন,বিঘ্নহারী গজানন শ্রী গনেশ স্বয়ং পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এর অংশাবতার।

এই নিয়ে শাস্ত্রে বলছে-
হে নারদ! দেবী দূর্গা ও ভূপতি মহাদেবে,উভয়ে দাম্পত্য ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইলে বিশ্ব বিঘ্ন বিনাশন গনেশ ও কার্তিকের উৎপত্তি হয়। তান্মধ্যে গনেশ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কার্তিক নারায়নের অংশোৎপন্ন।।
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরান,প্রকৃতিখন্ড,অধ্যায় ১, শ্লোক ১৪৮)

সিদ্ধিদাতা গনেশকে সর্বাগ্র পূজা না করলে কি হয়??
উত্তর::- কার্তিকেয়কে সেনাপতির পদে নিয়োগ করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাত স্তম্ভিত হয়ে যায়। তিনি শিবকে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, গণেশকে আগে পূজা না করার জন্যই এমন হয়েছে।
গণেশকে বিঘ্ননাশকারী, শিল্প ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবতা রূপে পূজা করা হয়। বিভিন্ন শুভকার্য, উৎসব ও অনুষ্ঠানের শুরুতেও তার পূজা প্রচলিত আছে। অক্ষর ও জ্ঞানের দেবতা রূপে লেখার শুরুতেও গণেশকে আবাহন

করা হয়।

গনেশের মূল 12টি নাম:- সুমুখ, একদন্ত, কপিল, গজকর্ণ, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্ননাশক, বিনায়ক, ধূম্রকেতু, গণাধ্যক্ষ, ভালচন্দ্র তথা গজানন।

শ্রীগনেশের তুষ্টির ফলে সকল বাধা বিপত্তি দূর হয়, পরিবারে শান্তি ফিরে আসে, রোগ-শোক দূর হয়,অর্থ লাভ হয় এবং সর্ব কাজে সিদ্ধি আসে।তাই ভক্তগন ভক্তিভরে এই দিন শ্রীকৃষ্ণরূপ গনেশের পুজা করেন।
শাস্ত্র বলে বুধবার হল শ্রীগনেশের দিন। এদিন ফুল-মোদক দিয়ে দেবের পুজো করলে নানা উপকার পাওয়া যায়।

গণেশ প্রণামঃ-
একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম।
বিঘ্নবিনাশকং দেবং হেরম্বং পনমাম্যহম।।
অর্থাৎ, যিনি একদন্ত, মহাকায়, লম্বোদর, গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী সেই হেরম্বদেবকে আমি প্রণাম করি।

গণেশ বীজমন্ত্রঃ – “ওঁ গাং গণেশায় নমঃ”
গণেশগায়ত্রী:- “ ওঁ একাদান্তিয়াভিদমাহে, বাক্রাতুন্ডা ধিমাহি, তানো দান্তিপ্রাচোদায়াৎ ওঁ "

গণেশ ধ্যানঃ-
ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং |
প্রস্যন্দম্মদগন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্ ||
দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং |
বন্দেশৈল সুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ||

অর্থাৎ, যিনি খর্বাকৃতি, স্থূল শরীর, লম্বোদর, গজেন্দ্রবদন অথচ সুন্দর, বদন হইতে নিঃসৃত মদগন্ধে প্রলুব্ধ ভ্রমর সমূহের দ্বারা যাঁহার গণ্ডস্থল ব্যাকুলিত, যিনি দন্তাঘাতে শত্রুর দেহ বিদারিত করে তাঁর দন্ত দ্বারা নিজ দেহে সিন্দূরের শোভা ধারণ করিয়াছেন; সেই পার্বতীপুত্র সিদ্ধিদাতা গণপতিকে বন্দনা করি।